ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মো. মাহ্‌ফুজুল হক, মো. সহিদুল ইসলাম

৪ নভেম্বর, ২০২৫

২

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম (ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স, ২০২১) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে নবম (ওয়ার্ল্ড রিস্ক ইনডেক্স, ২০২৩)
- বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তা মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিবিধ নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে
- এ সকল নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) তহবিল গঠন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে। পাশাপাশি, এ সকল তহবিল থেকে প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন এবং প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে
- তবে জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনাসমূহে লক্ষ্যমাত্রা ও তা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ, প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণসহ জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিবিধ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান
- জলবায়ু খাতের টিআইবি'র পূর্বের গবেষণাগুলো সুনির্দিষ্ট তহবিল, এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত হলেও বাংলাদেশে জলবায়ু খাতে সুশাসনের সার্বিক চিত্র সম্বলিত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান
- এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের আওতায় বাংলাদেশে গৃহীত বিবিধ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও ফলাফল সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণাটি করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা
২. বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় সুশাসন পর্যালোচনা করা
৩. বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করা
৪. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার পরিধি

- ২০০৩-২০২৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে বাস্তবায়িত মোট ১২টি তহবিলের আওতায় ৯৪২টি প্রকল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে
- জলবায়ু সংক্রান্ত জাতীয় বাজেট বরাদ্দ (২০১৫-২০২৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪

গবেষণার পদ্ধতি

- এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে
- তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে উন্মুক্ত উৎসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যম কর্মী, বিসিসিটি প্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি
তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংকলন	জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ: টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন; বাজেট প্রতিবেদন, এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাজেট সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ (২০১৫ - ২০২৪) জাতীয় তহবিল: বিসিসিটি'র ৮৯১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত) আন্তর্জাতিক তহবিল: তহবিলসমূহের ওয়েবসাইট, তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং ক্লাইমেট ফান্ড আপডেটসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বাস্তবায়িত ৫১টি প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (১০ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)
পর্যালোচনা	প্রাসঙ্গিক গবেষণা, সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও সংশ্লিষ্ট নথি, আইন ও নীতি, পরিকল্পনা, অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা, জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ইত্যাদি

গবেষণার সময়: জুন ২০২৪ - অক্টোবর ২০২৫ সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ
নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন	পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা: জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯; জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি); জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি; ডেল্টা প্ল্যান ২১০০; ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান, ২০২১
	তহবিল সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা ও নির্দেশিকা পর্যালোচনা: বিসিসিএসএপি; জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা; তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি/নির্দেশিকা
সংগতি	থিমভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ; বিপদাপন্নতা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দ; ঝুঁকি বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দ
কার্যকরতা	অর্থ বরাদ্দ; অর্থায়নের ধরন; অর্থ ছাড়; মন্ত্রণালয়ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ
স্বচ্ছতা	তহবিল ও প্রকল্পসমূহের তথ্যের উন্মুক্ততা
জবাবদিহি	তহবিল ও প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ; মূল্যায়ন; নিরীক্ষা; নথি ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	তহবিল ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অংশীজনের অংশগ্রহণ; তহবিল ও প্রকল্পসমূহের আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক ও অংশীজন সমন্বয়
অনিয়ম ও দুর্নীতি	প্রকল্প গ্রহণ ও বাতিল; স্বার্থের দ্বন্দ্ব; অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, কারণ এবং মাত্রা

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ

৭ নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঘাটতি

- পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে অর্থের চাহিদার বিপরীতে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল এবং উন্নয়ন সহযোগী থেকে অর্থ সংগ্রহে ঘাটতি বিদ্যমান
  - ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে প্রতি বছর দুই বিলিয়ন ডলার জিসিএফ থেকে সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ডেল্টা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ জিসিএফ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি
  - জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ) বাস্তবায়নের জন্য জলবায়ু তহবিল ও উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে বছরে ছয় বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও অর্থ সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি
- ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে ঘাটতি
  - পরিকল্পনায় জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়নের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি
  - পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বরাদ্দের পরিমাণ নগণ্য; ২০২১-২০২৪ সময়ে বরাদ্দ গড়ে এক শতাংশের কম
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট) অর্থায়নের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি; ২০১৫-২০২৪ পর্যন্ত সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গড়ে ১০.১ শতাংশ এবং বরাদ্দ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার (বিসিসিএসএপি) সীমাবদ্ধতা
  - ২০০৯ সাল-পূর্ববর্তী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে বিসিসিএসএপি ২০০৯ সালে প্রস্তুত করা হয়। গত ১৬ বছর জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপকতা, প্রভাব এবং স্থানিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হলেও কৌশলপত্রটি হালনাগাদ করা হয়নি
  - পরিকল্পনায় শুধু মাত্র প্রথম পাঁচ বছর (২০১০-২০১৪) সময়ের অর্থায়নের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে
  - জলবায়ু খাতে নতুন বিষয় যেমন সবুজ অর্থায়ন ও ক্ষয়-ক্ষতির (Loss and Damage) বিষয়সমূহ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি
  - জলবায়ু খাতে তরুণ ও যুবসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে জলবায়ু সংবেদনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে অর্থ বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতি

- অর্থ বরাদ্দে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেই। বিশেষ করে-
  - ঝুঁকির বিপরীতে এলাকাভিত্তিক প্রকল্প চাহিদা এবং অর্থের চাহিদার নিজস্ব সমীক্ষা নেই
  - একটি অর্থবছরে বরাদ্দযোগ্য অর্থের খাতভিত্তিক (অবকাঠামো, প্রশমন, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য, গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যবস্থা নেই;
  - খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের নিজস্ব ব্যবস্থা নেই। প্রতিযোগীতাভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রকল্প অনুমোদনের পদ্ধতিও নেই
- জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে প্রকল্পের বিপরীতে অর্থ বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা
  - ১৫ কোটি টাকার বেশি প্রকল্প অনুমোদন করার বিধান নেই। ফলে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্ভাবনীমূলক, দৃষ্টান্তমূলক এবং অনুকরণীয় প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল হয় না
  - তহবিলটির কার্যক্রমের সাথে পরিচিত নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভাসমূহের স্বল্পমেয়াদি এবং গতানুগতিক অবকাঠামো এবং সৌর সড়ক বাতিসংক্রান্ত প্রকল্প অনুমোদন পায়।

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০-এর সীমাবদ্ধতা

- ট্রাস্টের জনবল নিয়োগের এখতিয়ার নেই
  - ট্রাস্ট আইনে জনবল নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। এই আইনের আওতায় নিজস্ব নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়নি
  - নিয়োগ এবং পদোন্নতি সংক্রান্ত এখতিয়ার না থাকলেও ২০১৩ সালে ৮২ জন ও ২০১৭ সালে ১৫০ জনের জনবল কাঠামো বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ড অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে, অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের নিয়ম থাকলেও দুইটি ক্ষেত্রেই ট্রাস্ট তা গ্রহণ করেনি
  - নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রক্রিয়াটি বৈধ করার জন্য অর্থ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কাছে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠালেও অর্থ বিভাগ কোনো মতামত প্রদান করেনি
  - বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করার কারণে বিসিসিটি'র প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং পদোন্নতি আটকে আছে।

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০-এর সীমাবদ্ধতা....

আইনের আওতায় তহবিল ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণ নির্দেশিকা নেই

- ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলীর আওতায় ট্রাস্টের মোট অর্থ ব্যবহারে একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা থাকলেও তহবিল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যেমন ব্যাংকে জমাকৃত ৩৪ শতাংশ অর্থ ও সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার এবং প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের আলাদা নির্দেশিকা নেই।
- কর্মীদের দায়িত্বসহ জনবল কাঠামোসংক্রান্ত আলাদা বিধি বা নির্দেশিকা নেই
- তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অসম্পূর্ণ
  - মাঠ পরিদর্শন এবং কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে প্রকল্পের অর্থ চার কিস্তিতে ছাড় করার কথা বলা হলেও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে বিসিসিটি কর্তৃক সকল প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা হয় না। এমন ক্ষেত্রে কি শর্তে অর্থ ছাড় করা হয় তার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই
  - তৃতীয় পক্ষের (এনজিও ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণে) স্বাধীন প্রকল্প তদারকি ও পর্যবেক্ষণের বিধান নেই
- প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কোন স্তরেই জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতে বিসিসিটি'র কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

নীতি/নির্দেশিকা	তহবিলসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি ও নির্দেশিকা										
	জাতীয়	আন্তর্জাতিক									
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ প্রভাব সমীক্ষার নীতি	P	✓	✓	✓	X	✓	p	p	✓	p	p	X
অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা	P	P	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
প্রকল্পে/তহবিল সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের নীতি/নির্দেশনা	X	P	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা নীতি	X	P	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
যৌন হয়রানির অভিযোগ ও প্রতিকার নীতি	P	P	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
জেন্ডার রেসপন্সিভ জলবায়ু অর্থায়ন নীতি	✓	X	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা নীতি	P	P	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষা নীতি	✓	P	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓

* আংশিক থাকা বলতে নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু অন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুসরণ করে, অথবা পূর্ণাঙ্গ নীতি নেই

✓ আছে, P আংশিক আছে, X নেই

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

তহবিলসমূহের দুর্নীতি প্রতিরোধে নীতি ও নির্দেশিকা

নীতি/নির্দেশিকা	জাতীয়	আন্তর্জাতিক										
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
দুর্নীতি প্রতিরোধ নীতি	p	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের নীতি	x	x	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
দুর্নীতিতে হারানো তহবিল ফেরত পাওয়ার নীতি	x	p	✓	p	p	✓	✓	x	x	x	✓	✓
ক্রয় নীতি	✓	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
অবৈধ অর্থ পাচার রোধে নীতি	p	p	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓

* আংশিক থাকা বলতে নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু অন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুসরণ করে, অথবা পূর্ণাঙ্গ নীতি নেই

✓ আছে, p আংশিক আছে, x নেই

নীতি ও পরিকল্পনার প্রতিপালন

তহবিলসমূহে অংশীজনের অংশগ্রহণের নীতি ও নির্দেশিকা

নীতি/নির্দেশিকা	জাতীয়	আন্তর্জাতিক										
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
প্রান্তিক/আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির নীতি	x	p	✓	✓	p	✓	✓	x	x	x	✓	✓
পর্যবেক্ষকদের মতামত প্রদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি/নির্দেশিকা	x	x	✓	✓	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	✓
স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রকল্পের চাহিদা যাচাইয়ের নীতি	p	p	✓	✓	p	✓	✓	x	x	x	p	✓
স্থানীয়/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্প পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণের নীতি	x	x	✓	✓	p	✓	✓	x	x	x	p	✓

* আংশিক থাকা বলতে নিজস্ব ব্যবস্থা নেই কিন্তু অন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুসরণ করে, অথবা পূর্ণাঙ্গ নীতি নেই

✓ আছে, p আংশিক আছে, x নেই

তহবিলসমূহের সংগতি

বিসিসিএসএপি'র থিমভিত্তিক বরাদ্দের অসংগতি

- অবকাঠামো ও প্রশমন থিমে নির্ধারিত সর্বোচ্চ বরাদ্দের সিলিং/সীমার অধিক তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে
  - অবকাঠামো থিমের আওতায় আশ্রয়কেন্দ্র ও বাঁধ নির্মাণ, এবং প্রশমন থিমের আওতায় সৌর সড়ক বাতি স্থাপন সংক্রান্ত অধিক তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে
- গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কম তহবিল বরাদ্দ হয়েছে।

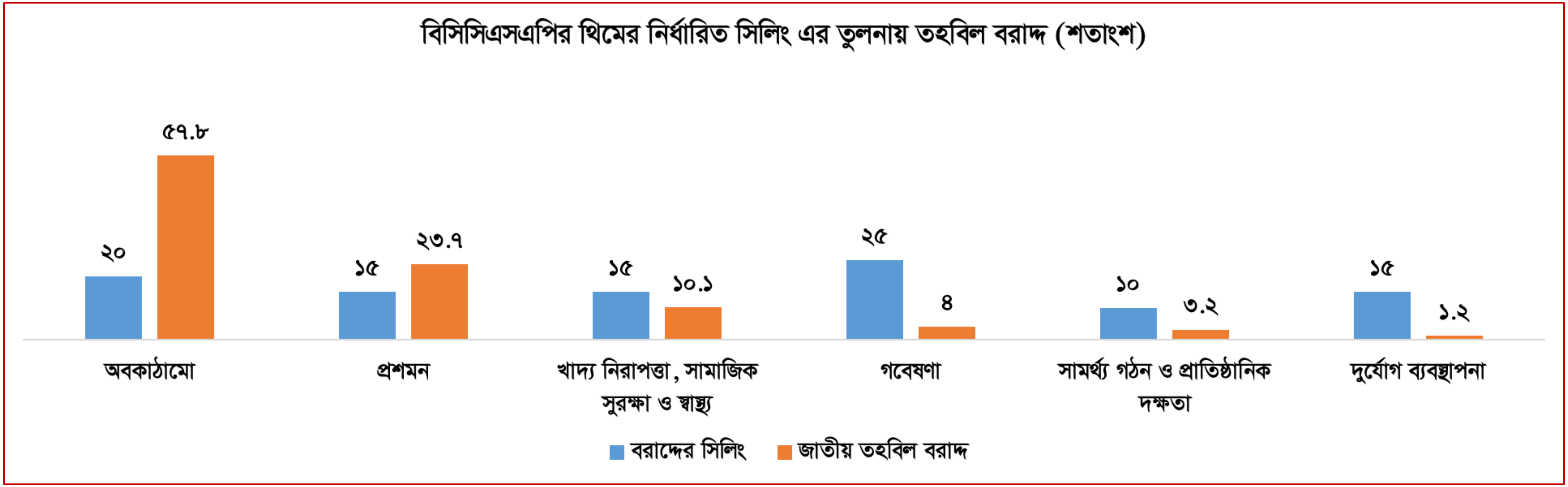

তহবিলসমূহের সংগতি...

বিপদাপন্নতা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে অসংগতি

- **স্থান ভেদে বিপদাপন্নতা'র (vulnerability) মাত্রা ভিন্ন হলেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় তহবিল থেকে প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয়নি**
- অধিক বিপদাপন্ন এলাকায় জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

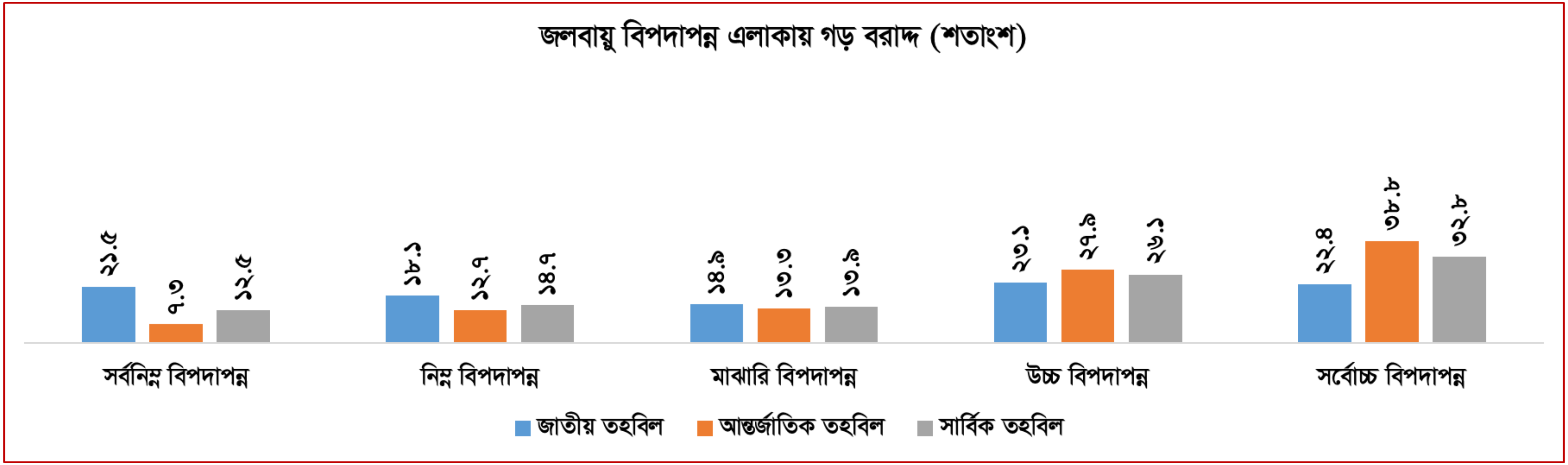

তহবিলসমূহের সংগতি...

অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অধিক বিপদাপন্ন এলাকাকে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে (সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত জেলার ভিত্তিতে)

- জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে নিম্ন বিপদাপন্ন জেলায় সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে
- আন্তর্জাতিক তহবিলগুলো থেকে উচ্চ বিপদাপন্ন জেলায় সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপদাপন্নতার স্কোর এবং জেলাভিত্তিক বরাদ্দ							
জাতীয় তহবিল				আন্তর্জাতিক তহবিল			
বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পাঁচটি জেলা	বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার)	বিপদাপন্নতার স্কোর	বিপদাপন্নতার ধাপ	বরাদ্দ প্রাপ্তির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ পাঁচটি জেলা	বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার)	বিপদাপন্নতার স্কোর	বিপদাপন্নতার ধাপ
চট্টগ্রাম	৪১.৬৭	০.৪৬	নিম্ন	বরগুনা	৫১.৩৪	০.৫১	উচ্চ
ভোলা	৩৩.৮৯	০.৫৩	উচ্চ	সাতক্ষীরা	৪৬.৭৩	০.৫১	উচ্চ
পিরোজপুর	২৪.৬৫	০.৫০	মাঝারি	ভোলা	৪৪.০৫	০.৫৩	উচ্চ
ঢাকা	২২.৯৩	০.৪৪	সর্বনিম্ন	খুলনা	৪১.২৫	০.৫২	উচ্চ
বরিশাল	১৫.৮১	০.৫৩	উচ্চ	পটুয়াখালী	৩৯.৪৯	০.৫৭	সর্বোচ্চ

তহবিলসমূহের সংগতি...

জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা (তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের ভিত্তিতে)

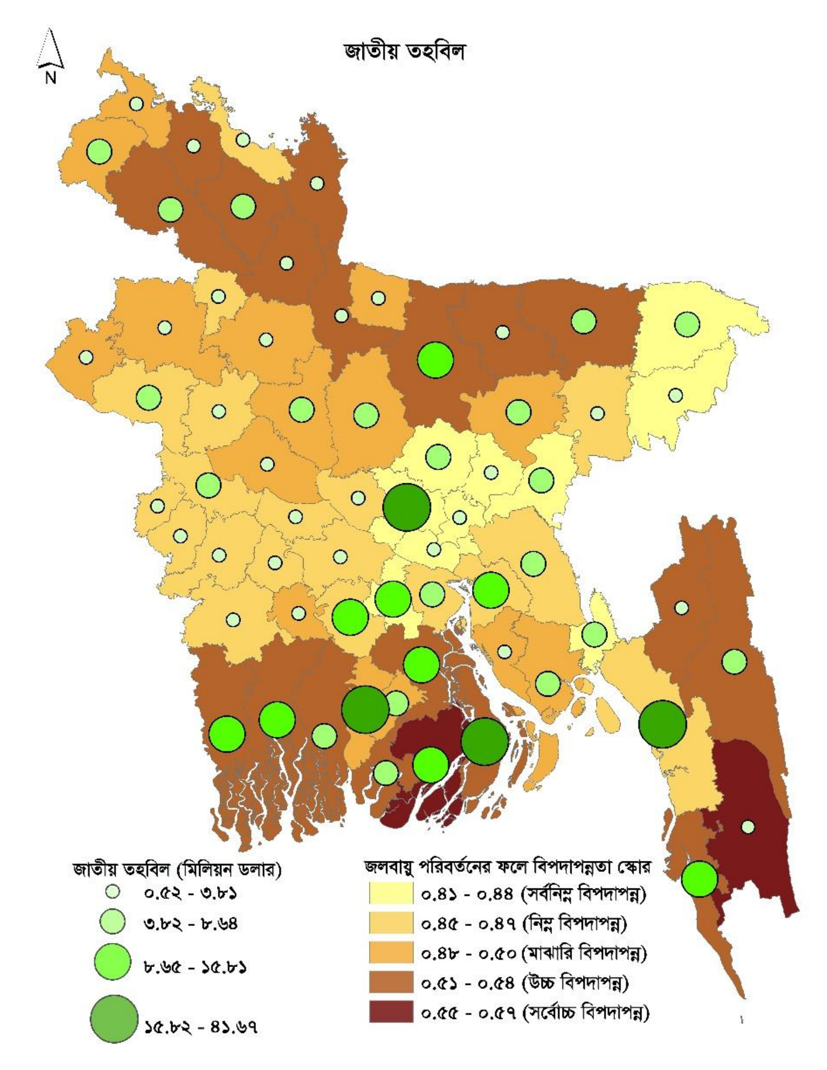

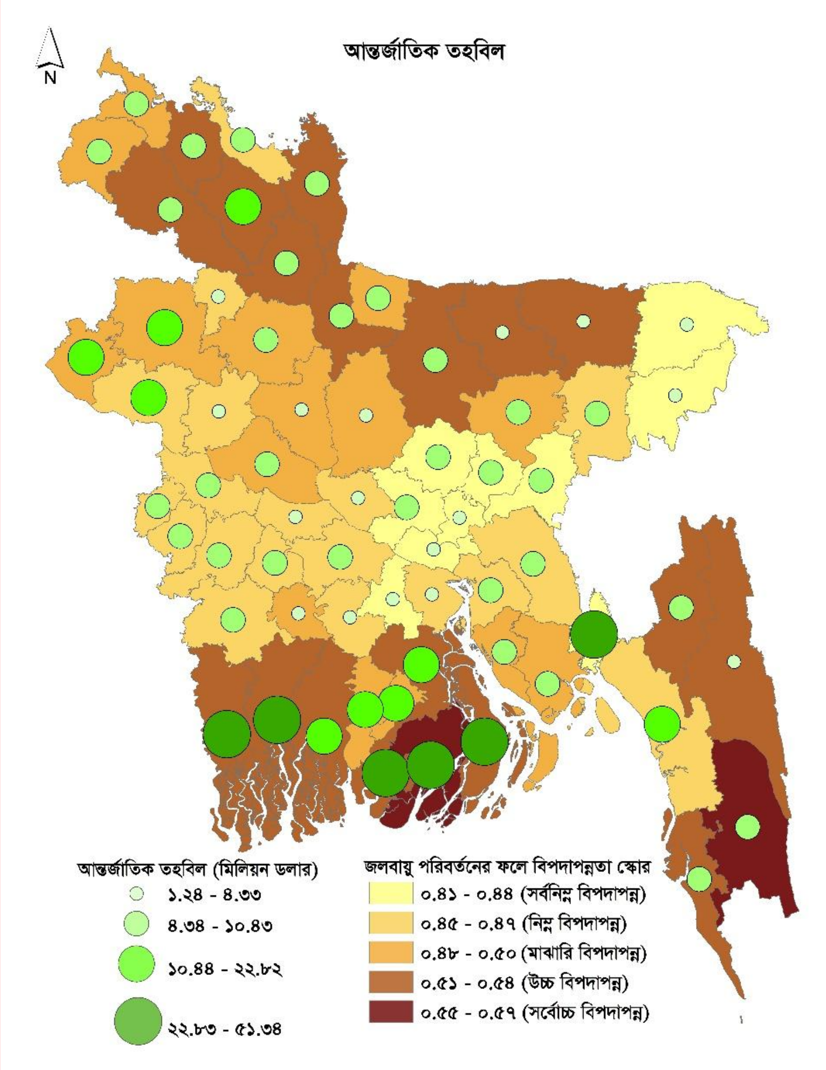

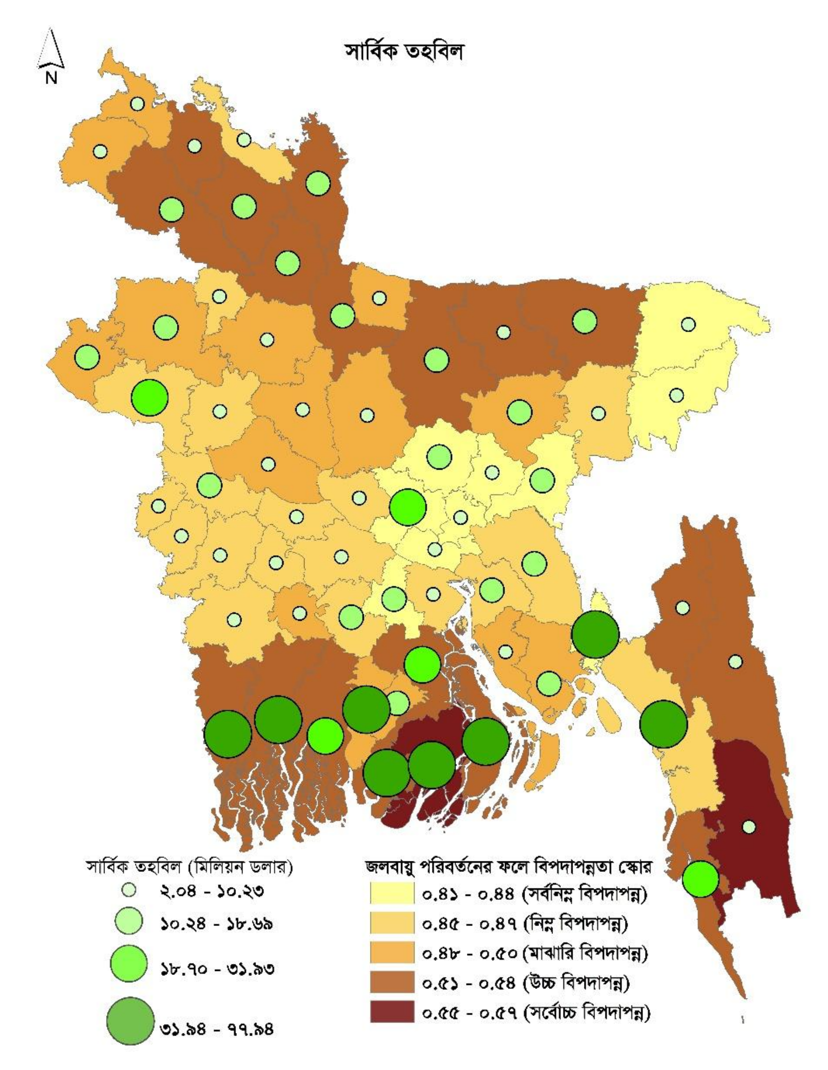

তহবিলসমূহের সংগতি...

জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং অনুমোদিত প্রকল্পের ভৌগোলিক বিন্যাসে অসামঞ্জস্যতা (প্রকল্প সংখ্যার ভিত্তিতে)

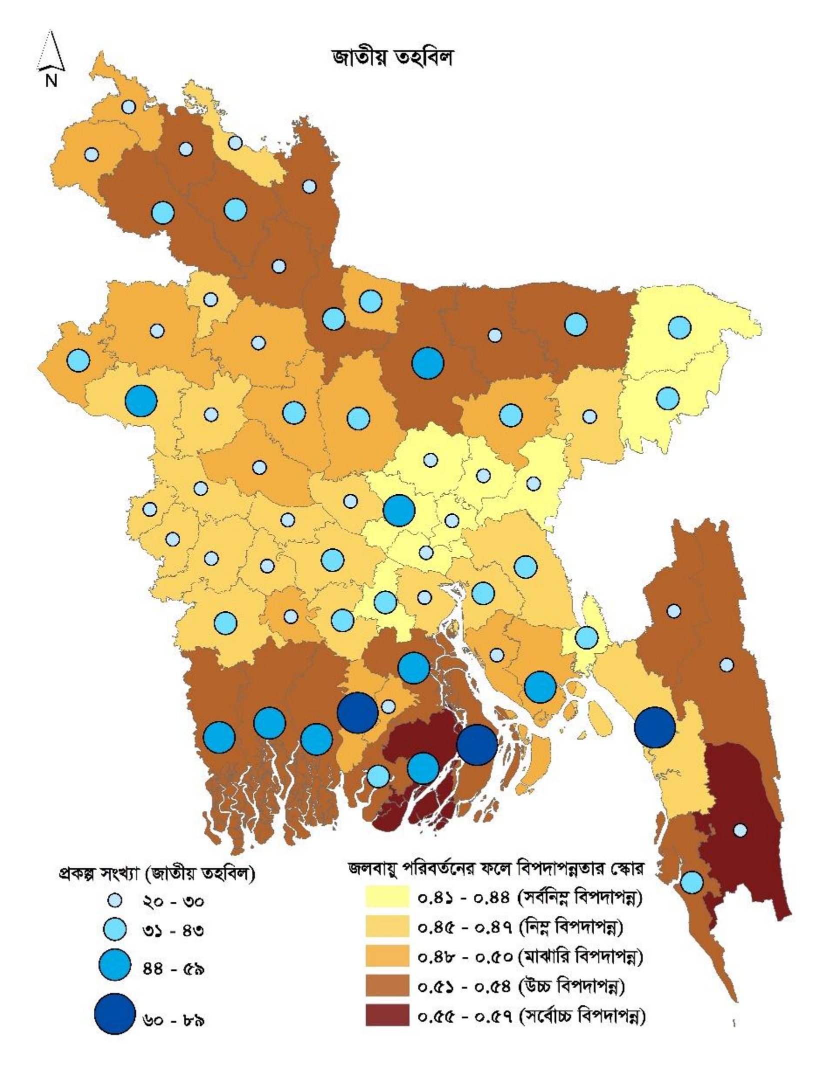

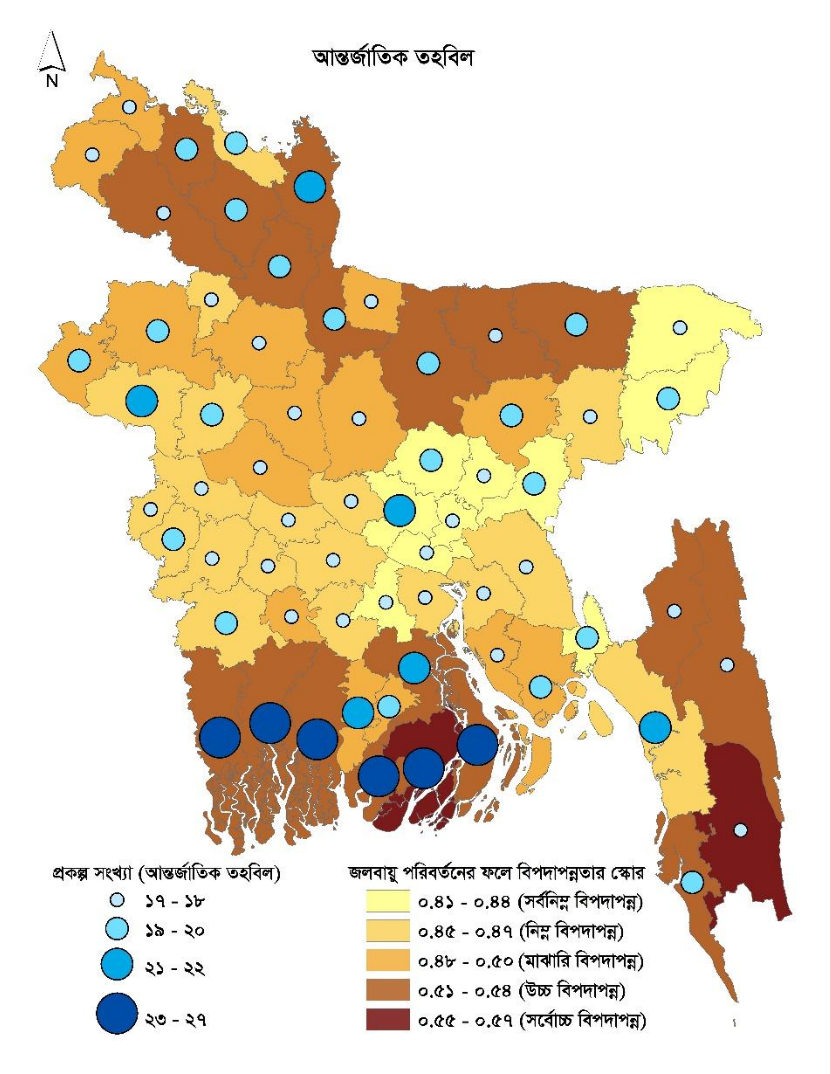

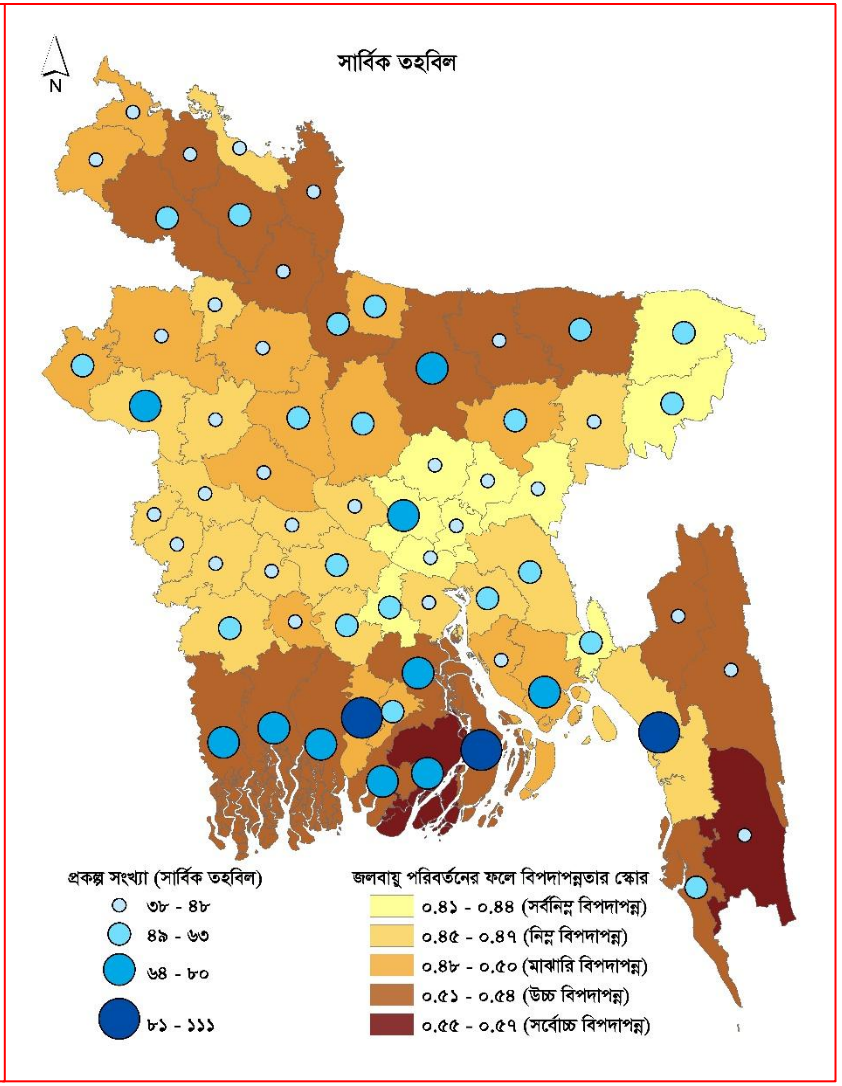

তহবিলসমূহের সংগতি...

বিপদাপন্নতা বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দে অসংগতি

- জেলাগুলোর বিপদাপন্নতার মাত্রার সাথে সংগতি রেখে অর্থ বরাদ্দ হয়নি

জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতার মাত্রা ও অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সম্পর্ক (correlation)*		
আন্তর্জাতিক	জাতীয়	সার্বিক
০.৪	০.২	০.৩

*স্পিয়ারম্যান র‍্যাংক: কোরিলেশন রেঞ্জ

১ এর কাছাকাছি মান = জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতা মাত্রা ও অর্থ বরাদ্দের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী

০ এর কাছাকাছি মান = জেলাভিত্তিক বিপদাপন্নতা মাত্রা ও অর্থ বরাদ্দের মধ্যে দুর্বল সম্পর্ক বা প্রায় সম্পর্ক নেই

- ঝুঁকির (Risk) ভৌগোলিক বিন্যাস বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নেও অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

তহবিলসমূহের কার্যকরতা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে প্রয়োজনের তুলনায় কম অর্থ বরাদ্দ

- জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রতিবছর ১২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হলেও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ২০১৫-২০২৩ পর্যন্ত বছরে গড়ে ৮৬.২ মিলিয়ন ডলার অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে- প্রতি বছর প্রয়োজনের ০.৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে
- জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি থেকে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে (বার্ষিক ৮.২ শতাংশ হ্রাস পাচ্ছে)
- আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বার্ষিক বরাদ্দ ৪৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধির হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত।

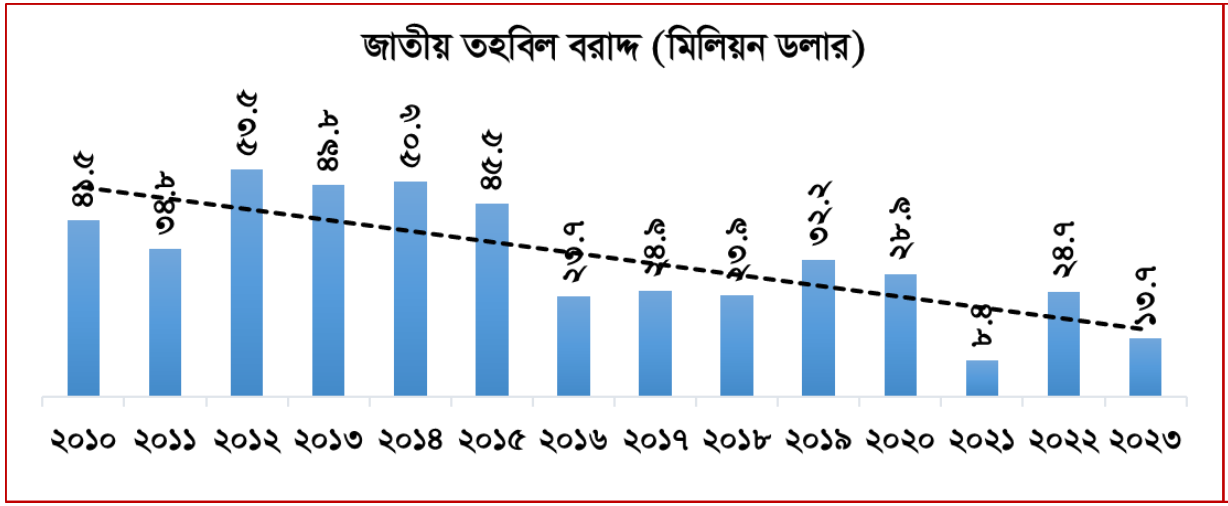

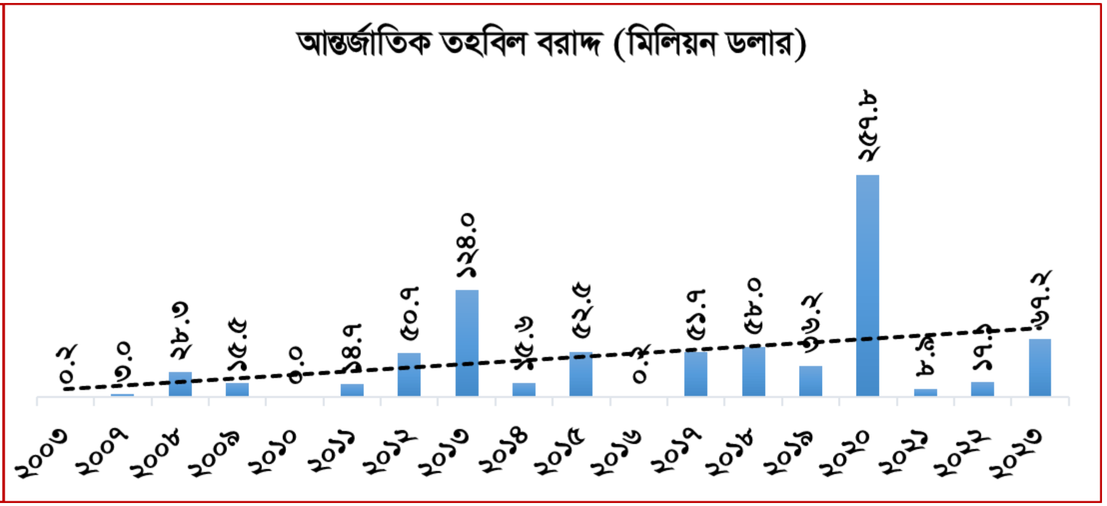

তহবিলসমূহের কার্যকরতা...

আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে জলবায়ু খাতে ঋণের প্রাধান্য

- আন্তর্জাতিক তহবিলের অনুমোদিত অর্থের ৪৩.৬ শতাংশ ঋণ- বাংলাদেশ জলবায়ু খাতে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঋণগ্রহীতা দেশ

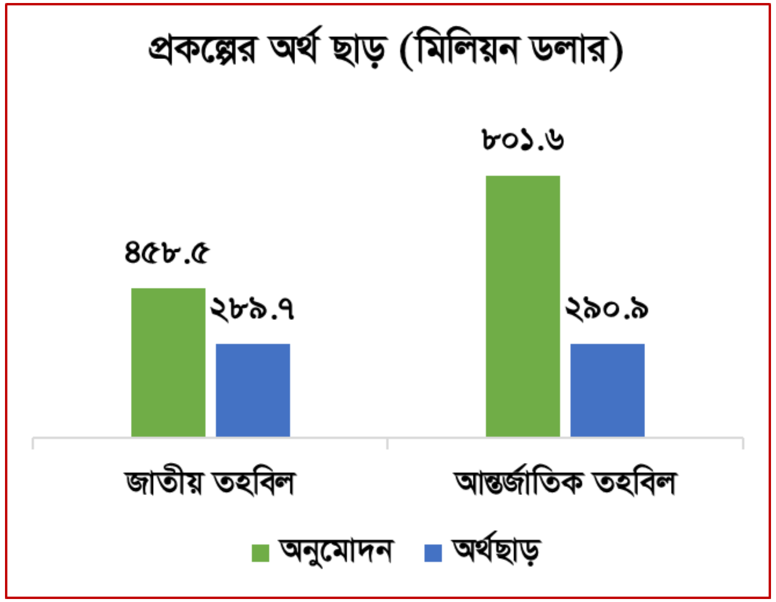

প্রকল্পের অর্থ ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা

- জাতীয় তহবিল প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য গড়ে ৩৮৮ (n=৪০৯) দিন ব্যয় হয় (সর্বনিম্ন ২২ দিন, সর্বোচ্চ ১ হাজর ৫৬১দিন)
- আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন থেকে প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য সর্বনিম্ন ৩৩ দিন থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার ১২৮ দিন (n=১৮) ব্যয় হয়

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম মেইনস্ট্রিমিংয়ে ঘাটতি

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প গ্রহণে ঘাটতি- মহিলা ও শিশু এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্তৃক ০.৪ শতাংশ (৪টি) প্রকল্প গ্রহণ। এধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাগ্রহ
- অধিকাংশ প্রকল্প অল্প কিছু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত - জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে গৃহীত মোট ৯৪২টি প্রকল্পের ৮৬ শতাংশ তিনটি মন্ত্রণালয় যথা স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে।

তহবিলসমূহের কার্যকরতা...

জাতীয় তহবিল/ বিসিসিটি'র কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি

- দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় জলবায়ু তহবিলের মধ্যে বিসিসিটি সর্ববৃহৎ হলেও উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণে ব্যর্থতা এবং শুদ্ধাচার ও কাঙ্খিত ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতির কারণে তহবিলটির কার্যকরতা প্রশ্নবিদ্ধ

জাতীয় তহবিলের প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে ব্যর্থতা

- ৮৯১টি প্রকল্পের ৫৪৯টির (৬১.৬ শতাংশ) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে
- অনুমোদনকৃত প্রকল্পের মেয়াদ গড়ে ৬৪৮ দিন থেকে ১ হাজার ৫১৫ দিন বৃদ্ধি; গড়ে ৮৬৭ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে (১৩৩.৮ শতাংশ বৃদ্ধি)
- ক্ষেত্রবিশেষে ৪ বছর মেয়াদের প্রকল্প বাস্তবায়নে ১৪ বছর ব্যয় হয়েছে

আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নেও দীর্ঘসূত্রতা

- ৫১টি প্রকল্পের ২১টির (৪১.২ শতাংশ) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে
- অনুমোদনকৃত প্রকল্পের মেয়াদ গড়ে ১ হাজার ৯৫৮ দিন থেকে ২ হাজার ৯৭৮ দিন বৃদ্ধি; গড়ে ১ হাজার ২০ দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে (৫২.১ শতাংশ বৃদ্ধি)।

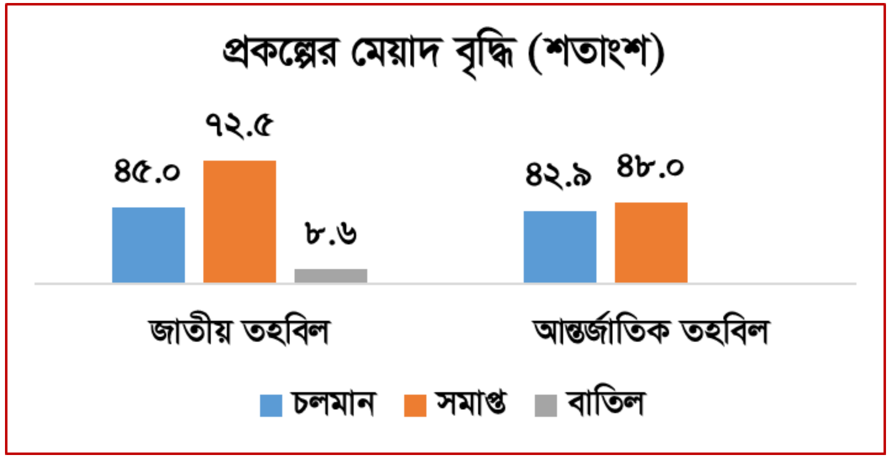

জাতীয় তহবিলের প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পের অবস্থা	দিন		
	গড়	সর্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ
চলমান	১,১১৭	১৮২	৩,৯২৮
সমাপ্ত	৭৯৬	৩০	২,৫৫৭
বাতিল	৮৭২	৩৬৫	১,১৫৭

আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পের অবস্থা	দিন		
	গড়	সর্বনিম্ন	সর্ব্বোচ্চ
চলমান	১,১৫০	৩৭৮	৩,১০৬
সমাপ্ত	৯২৩	২৯২	১,৮২৬

তহবিলসমূহের জবাবদিহি

জাতীয় তহবিলের প্রকল্প পরিবীক্ষণে ঘাটতি

- বিসিসিটি ২৪.৩ শতাংশ প্রকল্প কখনো পরিদর্শন করেনি
  - প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত প্রতিবেদন চূড়ান্ত হিসেবে বিসিসিটি কর্তৃক গৃহীত হয়
  - প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতির আলামত ও অভিযোগ থাকলেও প্রতিবেদনে তার প্রতিফলন নেই
  - বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থের চাহিদাপত্রের বিপরীতে, ক্ষেত্রবিশেষে, গতানুগতিক মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদনের (ভৌত অগ্রগতি, কাজের মান) ভিত্তিতে অর্থ ছাড় করা হয়
  - পরিবীক্ষণের জন্য পরিবীক্ষণ ছকসমূহ থাকলেও তা ব্যাপকভিত্তিক নয়- রিপোর্টগুলো সংক্ষিপ্ত ও গতানুগতিক। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতা এবং গৃহীত কার্যক্রমের প্রকৃত ফলাফল উঠে আসে না

আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প পরিবীক্ষণে ঘাটতি

- বিসিসিআরএফ ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে কোন আন্তর্জাতিক তহবিলের নিজস্ব প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নেই।

তহবিলসমূহের প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা

	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
তহবিল প্রদানকারী সংস্থা	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

* আংশিক আছে বলতে সীমিত মাত্রায় অংশগ্রহণ

✓ আছে, P আংশিক আছে*, X নেই

তহবিলসমূহের জবাবদিহি...

জাতীয় তহবিলের প্রকল্প নিরীক্ষার ঘাটতি

- বিসিসিটি'র প্রকল্প বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষা করা হয় না- ২০১৫ সালে একটি প্রকল্পের নিরীক্ষা সম্পাদন হলেও আর কোনো প্রকল্প নিরীক্ষা হয়নি

জাতীয় তহবিলের প্রকল্প মূলায়নের ঘাটতি

- বিসিসিটি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন করে না
- অধিকাংশ প্রকল্পের তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের ঘাটতি
  - ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৫৮৫টি সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে ৯০টির (১৫.৪ শতাংশ) সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে
  - ৪৯৫টি (৮৪.৬ শতাংশ) সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব যাচাই করা হয়নি
  - উদ্দেশ্যমূলক স্বল্প সংখ্যক ভালো প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত এবং, ক্ষেত্রবিশেষে, আংশিক মূল্যায়ন করা হয়। ফলে প্রকল্পের টেকসই ফলাফল নিশ্চিত এবং ভ্যালু ফর মানি সংক্রান্ত সার্বিক মূল্যায়নের জবাবদিহি ও কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন।

তহবিলসমূহের জবাবদিহি...

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র জবাবদিহির ঘাটতি

- তহবিলটি ব্যবস্থাপনায় বিসিসিটি'র প্রশ্নবোধক ভূমিকা
  - তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তির শর্ত নির্ধারণ এবং সেই অনুসারে কার্যক্রম নিশ্চিতে বিসিসিটির কোনো ভূমিকা নেই
  - প্রকল্পে ঠিকাদার নিয়োগ ও কার্যাদেশ প্রদান, শর্ত অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কাজের মান নিশ্চিত, প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত নথিসহ আর্থিক ও কারিগরি প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়ে বিসিসিটির কাছে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কোন জবাবদিহিতা নেই
- নথি ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি
  - প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে ঠিকাদার নিয়োগ ও বিল পরিশোধ সংক্রান্ত নথি এবং প্রকল্প নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিসিসিটিকে সরবরাহ করতে হয় না। এ সকল দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার এবং তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি'র কোনো দায়িত্ব না থাকার দাবি
  - ২০০৯ সালে তহবিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এসংক্রান্ত কোনো তথ্য বিসিসিটি সংগ্রহ করেনি, এবং এসংক্রান্ত কোনো তথ্য বিসিসিটি'র কাছে নেই। ফলে তহবিল ও এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের কোন প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ভান্ডার এবং তা আদান প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

তহবিল বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা

নির্দেশক	তহবিলসমূহের তথ্য উন্মুক্ততার চর্চা											
	জাতীয়	আন্তর্জাতিক										
	বিসিসিটি	বিসিসিআরএফ	জিসিএফ	এএফ	জিসিসিএ	জিইএফ	এলডিসিএফ	সিটিএফ	পিপিসিআর	এসআরইপি	ইউএন-রেড	এএসএপি
ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (আইএটিআই) সদস্য	x	x	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	x	x
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	p	p	p	p	x
প্রকল্প প্রস্তাব প্রকাশ (কারিগরি ও আর্থিক)	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	x	x
প্রকল্পের সময়কাল (প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প অনুমোদন, অর্থ ছাড়)	p	p	✓	✓	✓	✓	✓	p	p	p	✓	p
প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ	x	x	p	P	x	p	p	p	p	p	x	✓
প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ	p	x	p	✓	✓	p	p	p	p	p	✓	x
প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	p	p	p	✓	✓
তহবিলের বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* আংশিক আছে বলতে আংশিক তথ্য প্রকাশ

✓ আছে, p আংশিক আছে, x নেই

২৮

তহবিলসমূহের ব্যবহার ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে ঘাটতি

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় তহবিলের প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্পের চাহিদা যাচাইয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, স্থানীয় জনগণ, আদিবাসী ও নারীদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হয় না
- আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্পের কার্যকারিতা, ফলাফল এবং মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও আদিবাসীদের কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা হয় না
- জাতীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প ও তহবিল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত একক কোনো প্লাটফর্ম নেই

\- ফোকাল প্রতিষ্ঠানসমূহ, তহবিলসমূহ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান

\- জাতীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং তহবিলসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান

\- তহবিল, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক প্রয়োজনীয় তথ্য আদান প্রদানে ঘাটতি বিদ্যমান।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি তহবিল পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম

- বিসিসিটি বোর্ড কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় তহবিলটির সিংহভাগ অর্থ পদ্মা ব্যাংকের মত অদক্ষ ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে রাখা হয়েছে যা ফেরত পাওয়া নিয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে
  - বিসিসিটির ৭২.৮ মিলিয়ন ডলার উক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত থাকলেও ব্যাংকটি নির্ধারিত সময়ে অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছে
  - ডিপোজিটের ক্ষেত্রে অধিক সুদের হার বিবেচনার কথা বলা হলেও বিকল্প হিসেবে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাংককে বিবেচনা করা হয়েছিল কি না তার কোন প্রমাণ নেই
  - ট্রাস্টি বোর্ডসহ এ প্রক্রিয়ায় জড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি

জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প বাতিল এবং অর্থ অপচয়

- **প্রকল্প বাস্তবায়ন নকশার ত্রুটিসহ বিবিধ অনিয়মের কারণে বিসিসিটি'র মোট ৩৫টি (৩.৯ শতাংশ) প্রকল্প বাতিল হয়েছে। বাতিলকৃত প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ১৯.৮ মিলিয়ন ডলার যার মধ্যে ছাড় হয়েছিল ০.৭ মিলিয়ন ডলার (n=৪)।**

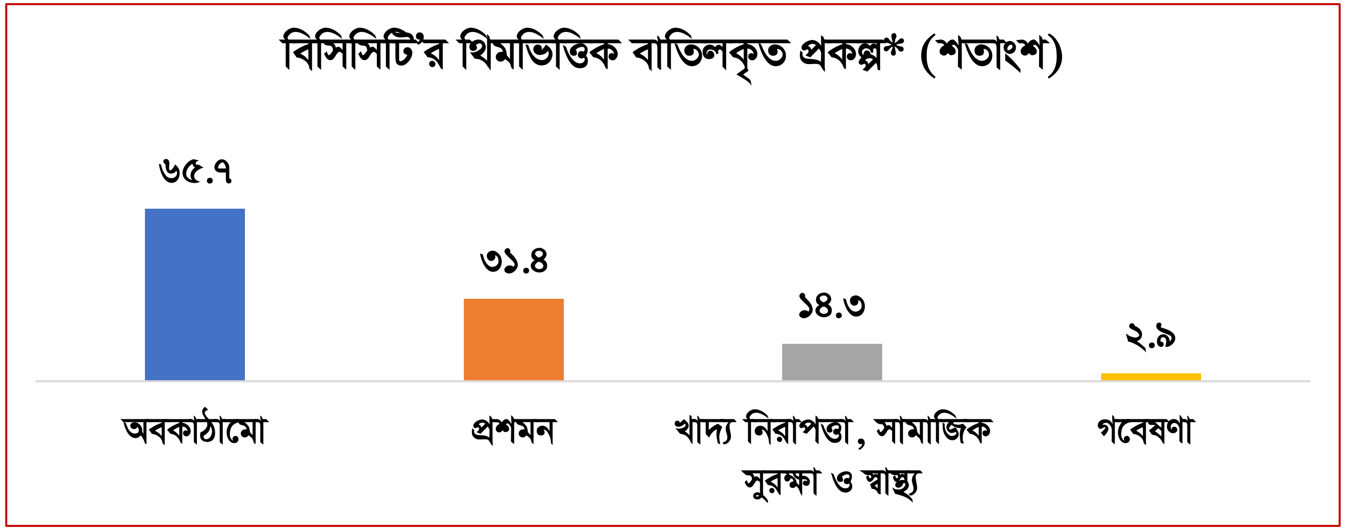

*একাধিক উত্তর বিবেচনায়

- বিশ্বব্যাংকের সাথে সার্ভিস চার্জ, প্রকল্প অনুমোদন এবং তহবিল ছাড়ে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতা, সমন্বয়ের ঘাটতি এবং মতানৈক্য ইত্যাদি কারণে ২০১৬ সালে বিসিসিআরএফের ১৩ মিলিয়ন পাউন্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটি'র বরাদ্দ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব...

- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকারবলে বিসিসিটি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নয় জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ মোট ১৬ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বোর্ড চেয়ারম্যানগণ তাঁদের নিজ নির্বাচনি জেলায় অধিক প্রকল্প ও বরাদ্দ গ্রহণ করেন।

বোর্ড চেয়ারম্যান/উপমন্ত্রীদের মেয়াদকাল	বোর্ড চেয়ারম্যান/উপমন্ত্রীদের নির্বাচনি জেলা	নির্বাচনি জেলায় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (ক)	সমান বিপদাপন্ন অন্যান্য জেলায় একই সময়ে গড় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (খ)	বোর্ড চেয়ারম্যানের/উপমন্ত্রীদের নির্বাচনি জেলায় অধিক বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (ক-খ)	শতকরা [(ক-খ)/খ× ১০০]
বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে নিজ নির্বাচনি জেলায় বরাদ্দ					
২০১০ - ২০১৩	চট্টগ্রাম	২৩.৬	১.৫	২২.১	১,৪৭৩.৩
২০১৪ - ২০১৭	পিরোজপুর	১৭.৫	১.৫	১৬	১,০৬৬.৭
২০১৮	চট্টগ্রাম	২.৪	০.২	২.২	১,১০০
২০১৯ - ২০২৩	মৌলভীবাজার	১.৬	১.০	০.৬	৬০.০
উপমন্ত্রীর মেয়াদকালে নিজ নির্বাচনি জেলায় বরাদ্দ					
২০১৪ - ২০১৮	ভোলা	২৩.৪	১.৯	২১.৫	১,১৩১.৬
২০১৯ - ২০২৩	বাগেরহাট	১.৪	১	০.৪	৪০.০

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

বিসিসিটি তহবিল বরাদ্দে স্বার্থের দ্বন্দ্ব...

- সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে বোর্ড চেয়ারম্যান/প্রতিমন্ত্রী না থাকাকালীন সময়ে একই জেলায় কম বরাদ্দ প্রদান।

বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকাকালীন সময়ে নিজ নির্বাচনি জেলায় গড় বরাদ্দ					
বোর্ড চেয়ারম্যান/উপমন্ত্রীদের মেয়াদকাল	বোর্ড চেয়ারম্যান/উপমন্ত্রীদের নির্বাচনি জেলা	নির্বাচিত জেলায় এক বছরে গড় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (ক)	বোর্ড চেয়ারম্যান না থাকা কালীন সময়ে এক বছরে গড় বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (খ)	বোর্ড চেয়ারম্যান/উপমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে অধিক বরাদ্দ (মিলিয়ন ডলার) (ক-খ)	শতকরা (ক-খ)/খ× ১০০
২০১০ - ২০১৩	চট্টগ্রাম	৫.৯	১.৬	৪.৩	২৬৮.৮
২০১৪ - ২০১৭	পিরোজপুর	৪.৪	০.৭	৩.৭	৫২৮.৬
২০১৮	চট্টগ্রাম	২.৪	১.৬	০.৮	৫০.০
২০১৯ - ২০২৩	মৌলভীবাজার	০.৩	০.২	০.১	৫০.০
উপমন্ত্রী না থাকাকালীন সময় নিজ নির্বাচনি জেলায় গড় বরাদ্দ					
২০১৪ - ২০১৮	ভোলা	৪.৭	১.২	৩.৫	২৯১.৭
২০১৯ - ২০২৩	বাগেরহাট	০.৩	০.৭	-০.৪	-৫৭.১

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব...

- নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনৈতিক হস্তক্ষেপ
- ক্ষেত্রবিশেষে, কিছু প্রকল্প প্রস্তাব বোর্ড মিটিংয়ের একদিন পূর্বে বিসিসিটিতে জমা হয়, এবং কারিগরি কমিটি নামমাত্র মিটিং করে তা বোর্ডে প্রেরণ করতে বাধ্য হয়; এসব প্রকল্প পূর্ব থেকেই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত থাকে
- বোর্ড চেয়ারম্যানসহ বিসিসিটি থেকে অধিক অর্থ পাওয়া কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করাসহ অনৈতিক হস্তক্ষেপ করেন
- বোর্ড চেয়ারম্যান ও সদস্যরা নিজ মন্ত্রণালয় এবং নিজ নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করেন- এক্ষেত্রে নিজেদের পরিচিত, পূর্ব নির্ধারিত এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহই অনুমোদন করেন
- প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনে বিসিসিটির কোন ভূমিকা নেই এবং বিসিসিটি'র কর্মকর্তারা শুধুমাত্র 'ক্যাশিয়ারের ভূমিকা' পালন করেন বলে দাবি বিসিসিটি'র।

এবিষয়ে বিসিসিটি তহবিল মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তার মন্তব্য "তারা সবাই রাজনৈতিক ব্যক্তি, সবাই চান নিজের এলাকায় প্রকল্প নিতে। নিজের এলাকায় প্রকল্প না গেলে তারা প্রকল্প অনুমোদন করেন না। যে যে এলাকার এমপি বা মন্ত্রী সে সেই এলাকার প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে আসেন, সেটা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও জোর করেই সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখানো হয়। প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়াতেই দুর্নীতির সূচনা ঘটে। বাস্তবায়ন পর্যায়ের দুর্নীতি তার পরের ধাপ।"

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

বোর্ড চেয়ারম্যানদের মেয়াদকালে তহবিল বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতি

- ২০১০-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে চার জন বোর্ড চেয়ারম্যান দলীয় নেতা কর্মীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানসহ রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে অবকাঠামো এবং প্রশমন থিমে সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

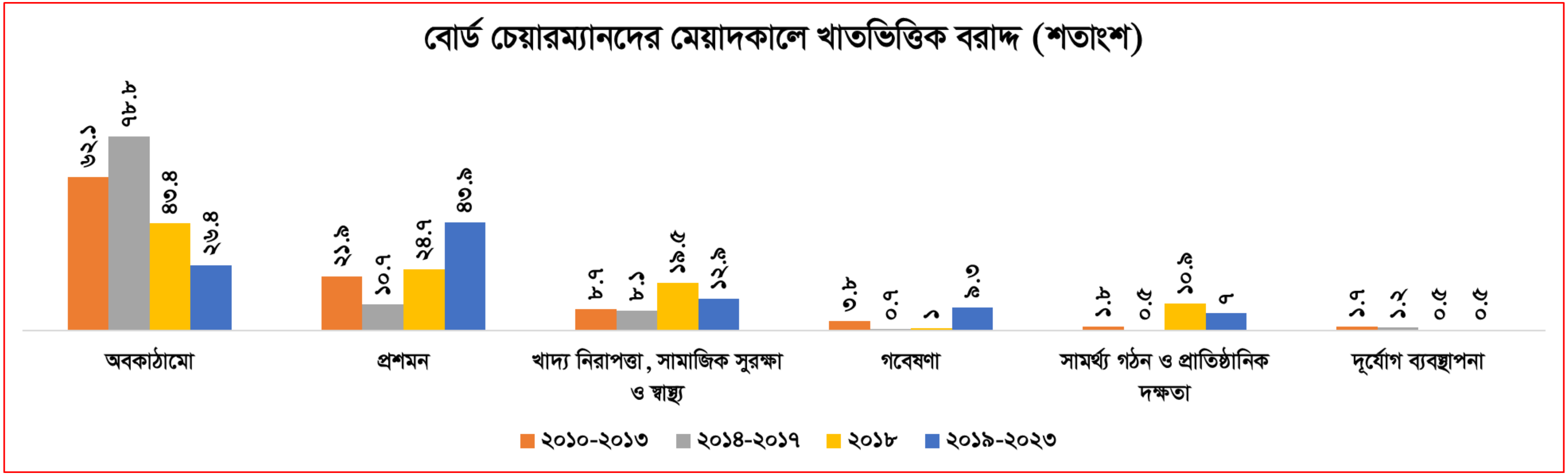

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিবিধ স্তরে অনিয়ম-দুর্নীতি

- অভিযোজনের সাথে সম্পর্কহীন প্রকল্প গ্রহণ: প্রকল্পের অর্থে সাফারি পার্ক ও ইকোপার্ক নির্মাণসংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
- নিম্ন মানের কাজ সম্পাদন: সৌর বিদ্যুৎ প্যানেলের কার্যকারিতা পাঁচ বছর হলেও স্থাপনের এক বছর পরেই প্যানেলগুলো অকেজো হয়ে যাওয়া, কম আলো এবং কিছু সময় জ্বলার পর বন্ধ হয়ে যায়
- প্রকল্পের অর্থ জালিয়াতি: জালিয়াতি করে অন্য প্রকল্পের সৌর বিদ্যুতের যন্ত্রাংশ ক্রয়ের নথি বিসিসিটি প্রকল্পের নথি হিসেবে প্রদর্শন এবং সেই অনুসারে বিসিসিটি থেকে অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে

অতিমূল্যায়িত প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন এবং অর্থ আত্মসাৎ

- ২০১৯-২০২৩ সালে অনুমোদিত মোট ২১৬টি সৌর সড়ক বাতির অধিকাংশ প্রকল্প প্রস্তাবে যন্ত্রাংশের অতিমূল্যায়ন করে অনুমোদন করা হয়- সার্বিকভাবে ৪৭.১- ৫৭.১ শতাংশ অতিমূল্যায়ন করা হয়
- নিম্ন মানের সড়ক বাতি স্থাপন করে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে, জার্মানি থেকে সৌর সড়ক বাতির যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য অনুমোদন গ্রহণ করা হলেও চায়না থেকে ক্রয় করা নিম্ন মানের সৌর সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে- শুধুমাত্র সৌর সড়কবাতি প্রকল্প থেকে অর্থ আত্মসাতের প্রাক্কলিত পরিমাণ ১৭.০- ২০.৭ মিলিয়ন ডলার।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

- দরপত্রসহ কার্যাদেশ প্রদানে অনিয়ম: প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে দরপত্রে অনিয়ম করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক উপায়ে সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রদান করা হয়নি। এক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে
- প্রকল্প প্রস্তাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন: পোল্ডার ও বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিলেও বাস্তবে প্রকল্প এলাকায় কোন বাঁধ ও পোল্ডারের অস্তিত্ব না থাকা, এবং বিসিসিটি কর্তৃক কোন প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই এমন প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়
  - নামমাত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অর্থ আত্মসাৎ করা হয়
  - প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরক্ষা হলেও প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই
  - প্রকল্পের উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও প্রকল্প এলাকায় চাষাবাদের জমি নেই
- এছাড়া, অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব ও চুক্তিপত্র অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ সম্পন্ন না করেই প্রকল্প সমাপ্ত দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ
- ক্ষেত্রবিশেষে অনুমোদিত প্রকল্পের ডিজাইন পরিবর্তনের জন্য বোর্ডের অনুমোদন দরকার হলেও তা গ্রহণ করা হয়নি
- কারিগরি প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি; কারিগরি প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

প্রকল্প ডিজাইন লঙ্ঘন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন, রাস্তা, ও বাঁধ নির্মাণে অনুমোদিত নকশা অনুসরণ করা হয়নি, ক্ষেত্রবিশেষে, কম বাস্তবায়ন করা হয়েছে
- মূল প্রকল্প প্রস্তাবে ৬০০ মিটার খাল খনন ও রক্ষাকরণ কাজ থাকলেও ৩৪৫ মিটার খাল খনন ও পাড় সংরক্ষণ করা হয়েছে
- প্রকল্পের আওতায় ৩৩০টি নলকূপ ৯৬৫ ফুট গভীরতায় স্থাপনের পরিবর্তে ৬৫০-৭৫০ফুট গভীরে স্থাপন করা হয়েছে
- অনুমোদিত ডিজাইনের সাথে বাস্তবায়িত কাজের কোন মিল নেই - একটি প্রকল্পের জন্য ১.৯২ কিলোমিটার সড়ক এবং ৩৭.৮০ মিটার ড্রেনেজ কালভার্ট নির্মাণের অনুমোদন থাকলেও, বাস্তবে মাত্র ২৫২ মিটার ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে

প্রকল্প সুবিধাভোগীদের থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে

- উন্নত চুলা প্রদানের জন্য নির্ধারিত ৮০০ টাকার বিপরীতে, ক্ষেত্রবিশেষে ১ হাজার ২০০ টাকা আদায় করা হয়েছে
- বিনামূল্যে নলকূপ প্রদানের কথা সত্ত্বেও, ক্ষেত্রবিশেষে, ১ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

জাতীয় তহবিল/বিসিসিটিতে দুর্নীতির পরিমাণ (প্রাক্কলিত)

- ২০১০-২০২৪ সময়কালে মোট ৮৯১টি প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দ অনুমোদনের পরিমাণ ৪৫৮.৫ মিলিয়ন ডলার
- ২০১০-২০২৪ সময়কালে মোট দুর্নীতির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ২৪৮.৪ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ১১০.৬ কোটি টাকা

বিসিসিটি প্রকল্পে দুর্নীতির পরিমাণ (প্রাক্কলিত)			
দুর্নীতির ক্ষেত্র	দুর্নীতির হার (শতাংশ)	দুর্নীতির পরিমাণ (মিলিয়ন ডলারে)	দুর্নীতির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
প্রকল্প অনুমোদনে ঘুষ ও অবৈধ লেনদেন	৪.৫	২০.৬	১৭৫.০
যোগসাজশে টেন্ডার, ঠিকাদার নিয়োগ ও সাব-কন্ট্রাক্ট	১৫.৪	৭০.৬	৫৯৯.৯
প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ	৩২.৯	১৫০.৮	১২৮১.৩
পরিবীক্ষণ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাদের ঘুষ প্রদান	১.৪	৬.৪	৫৪.৪
মোট	৫৪.২	২৪৮.৪	২১১০.৬

- ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটি'র সদস্যদের যোগসাজশে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প অনুমোদন হলেও তহবিল ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি কর্মকর্তারা তা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি...

আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

- জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘাটতি বিদ্যমান
  - প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করেন
  - পরবর্তীতে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে প্রকল্প অর্থ স্থানান্তর করেন- ঠিকাদার থেকে কার্যাদেশের মোট ২-৩ শতাংশ অর্থ নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করেন
  - রাজনৈতিক প্রভাব এবং স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে
  - নিম্ন মানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিযোগ রয়েছে
- পিপিসিআর প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রকৌশলী ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন এবং এলাকায় ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য সুবিধাভোগীদের চাহিদা উপেক্ষা করে নিজ বাড়িসংলগ্ন স্থানে স্কুল-কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন যা স্কুল বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হয় না
- আন্তর্জাতিক তহবিল বাস্তবায়নে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও তা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সরকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে সময়/মেয়াদ, বাজেট, বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার এবং বিবিধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান
- পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। সরকার বাজেট থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করলেও তা মোট বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় নগণ্য। ফলে, সরকারের নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই ফলাফল নিশ্চিতে ঘাটতি বিদ্যমান
- অন্যদিকে, জলবায়ু তহবিল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকেন্দ্রীক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং টেকসই ফলাফল অর্জনের সুযোগ থাকলেও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে তা অর্জিত হয়নি
- জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাতেও দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষকরে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ও বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বর্তমান যুগোপযোগী নয়। পরিকল্পনা ও নীতিতে তহবিল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিধি ও নির্দেশনা অনুপস্থিত রয়েছে।
- সার্বিকভাবে, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি - প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য বাজেট বরাদ্দ, চাহিদা, ভৌগোলিক বাস্তবতা ও পরিকল্পনা ও নীতির সাথে সংগতিহীন প্রকল্প গ্রহণ, এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ঘাটতিতে এর প্রতিফলন দেখা যায়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ...

- সুশাসনের সব নির্দেশকেই জলবায়ু তহবিলের কার্যক্রমে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা যায় - এর মধ্যে রয়েছে আইন, নীতি ও পরিকল্পনার দুর্বলতা ও বিভিন্ন নীতি/ নির্দেশিকার অনুপস্থিতি, বিপদাপন্নতার মাত্রা বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে সামঞ্জস্যহীনতা, তহবিলের অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতার ঘাটতি, তহবিল সংগ্রহ ও ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার ফলে কার্যকরতার ঘাটতি, দুর্বল জবাবদিহি কাঠামো ও চর্চা, তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে ঘাটতি, এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ঘাটতি
- এ খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্দেশ করে এটি দুর্নীতির নতুন একটি সুযোগ (window) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে - এতে জড়িত বিভিন্ন অংশীজন যেমন নীতি-নির্ধারক, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা ও ঠিকাদার স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার, আত্মসাৎ ও ঘুষের মাধ্যমে এ খাতে দুর্নীতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে
- জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ ও বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির ব্যাপকতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতা একদিকে চাহিদার তুলনায় নগন্য তহবিল বরাদ্দের ব্যাপক অপচয়, এবং অন্যদিকে এসব বরাদ্দ/ প্রকল্পের উপযোগিতা/ কার্যকরতা এসব তহবিলকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে - ভবিষ্যতে জলবায়ু খাতে অর্থ বরাদ্দ হ্রাস হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

সুপারিশ

১. বিসিসিএসএপি ২০০৯ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ হালনাগাদ করে যুগোপযোগী করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ট্রাস্ট ফান্ড এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ সংশোধন করতে হবে;

- আইনে ট্রাস্টের জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়ক ধারা সংযোজন করতে হবে
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের বিধান যুক্ত করতে হবে
- ট্রাস্ট থেকে কমপক্ষে একজন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাকে প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নসংক্রান্ত কারিগরি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল অর্জনে সক্ষম বা ট্রান্সফর্মেটিভ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের আওতায় অর্থ বরাদ্দের সীমা বৃদ্ধি করতে হবে
- জবাবদিহি নিশ্চিত এবং অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে দেশে প্রচলিত আইন, যেগুলো ট্রাস্টের জন্য প্রযোজ্য, তা সুনির্দিষ্ট করে ট্রাস্ট আইনে উল্লেখ করতে হবে
- আর্থিক ও কারিগরি ব্যবস্থাপক হিসেবে বিসিসিটি'র কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তি ও শর্তাবলী নির্ধারণ, প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও অর্থ ছাড়, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প তদারকি, প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং নথি ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে
- দুর্নীতি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ, অংশীজনের অংশগ্রহণ, তহবিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য উন্মুক্তকরণ, পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং নিয়মিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

সুপারিশ...

৩. রাজস্ব বাজেটের বাইরে বিসিসিটিকে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম যেমন, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল, কার্বন ট্রেডিং, ক্লিন ডেভলপমেন্ট ম্যাকানিজমসহ বেসরকারি অর্থায়ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

৪. থিমভিত্তিক, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির ভৌগোলিক বিন্যাসভিত্তিক, এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে বিসিসিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত পথ নকশা প্রস্তুত করতে হবে। পথ নকশায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে সেই অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

৫. বিসিসিটির আওতায় স্বল্প মেয়াদি এবং টাকার অংকে ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিহার করতে হবে। প্রান্তিক, দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ জেলা, উপজেলা এবং স্থান যেখানে সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় এমন স্থানে বিসিসিটি থেকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিতে হবে

৬. বাংলাদেশে বাস্তবায়িত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প নিয়মিত তদারকি ও নিরীক্ষা করার জন্য একটি পৃথক স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নসহ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে জলবায়ু তহবিল কার্যকরভাবে পৌঁছানো নিশ্চিতে বিপদাপন্নতার সূচক এবং ভৌগোলিক/স্থানিক ঝুঁকিকে প্রাধান্য দিতে হবে

৮. জাতীয় পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয় সমন্বয়ের জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাসহ অংশীজন সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে

৯. তহবিলসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষকরে, অবকাঠামো ও সৌর সড়ক বাতিসংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের স্বাধীন তদন্ত করতে হবে।

ধন্যবাদ

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

শব্দ সংক্ষেপ	পরিভাষা
ইউএন-রেড প্রোগ্রাম	ইউনাইটেড ন্যাশনস প্রোগ্রাম অন রিডিউসিং ইমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন
এসআরইপি	স্কেলিং আপ রিনিউয়েবল এনার্জি প্রোগ্রাম
জিইএফ	জেনারেল এনভাইরোনমেন্টাল ফেসিলিটি
জিসিএফ	গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড
বিসিসিটি	বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিল ট্রাস্ট
বিসিসিআরএফ	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড
বিসিসিএসএপি	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ পলিসি এন্ড একশান প্ল্যান
এলডিসিএফ	লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিস ফান্ড
পিপিসিআর	পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স
সিভিআই	ক্লাইমেট ভালনারেবল ইনডেক্স
এনডিসি	জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান
ডিপিপি	উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব
ন্যাপ	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা
এএফ	অ্যাডাপটেশন ফান্ড
সিটিএফ	ক্লিন টেকনোলোজি ফান্ড
এএসএপি	অ্যাডাপ্টেশন ফর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম
জিসিসিএ	গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ এলাইয়েন্স

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা	মোট প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থ (বিলিয়ন ডলার)	বার্ষিক প্রাক্কলিত প্রয়োজনীয় অর্থ (বিলিয়ন ডলার)	বার্ষিক গড় বরাদ্দ (বিলিয়ন ডলার)/সময়	বরাদ্দ ঘাটতি/বছর (বিলিয়ন ডলার;%)
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা, ২০০৯ (প্রথম পাঁচ বছর)	৫ বিলিয়ন	১.০	০.০৬ (২০১০-২০১৪)	০.৯৪ (৯৪.০%)
জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান-এর অভিযোজন (২০১৫-২০৩০)	২৯.৪	১.৯৬	১.৪৭ (২০১৬-২০২২)	০.৪৯ (২৫%)
জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান-এর প্রশমন (২০১১-২০৩০)	১৮.৯০	০.৯৫	০.১৯ (২০১৬-২০২২)	০.৭৬ (৮০%)
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩ - ২০৫০)	২৩০	৮.৫	৩.৬ (২০২৪)	৪.৯ (৫৭.৬%)
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (২০১৬-২০৩০), অভীষ্ট ১৩	১৬৩.২	১১.৭	৩.২ (২০১৬-২০৩০)	৮.৫ (৭২.৭%)
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (২০১৮ - ২০৩০)	৩৭	জিডিপি ২.৫%	জিডিপি ০.৮% (২০১৯-২০২৪)	জিডিপি ১.৭% (৬৮.০%)
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত)	অনির্ধারিত		০.৬ (২০১৫-২০২৪)	
ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যানের (২০২১) আলোকে জলবায়ু খাতে জেন্ডারভিত্তিক বরাদ্দ	অনির্ধারিত		০.০০০৮ (২০২৫)	

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

জাতীয় বাজেটে মধ্যমেয়াদে (২০১৬-২০২৫) জলবায়ু খাতে কম অগ্রাধিকার প্রদান

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রতিবছর জিডিপির কমপক্ষে ৩ শতাংশ বরাদ্দ প্রয়োজন
  - ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রতিবছর জিডিপির গড় বরাদ্দের হার ছিল ০.৭ শতাংশ
  - প্রতিবছর প্রয়োজনের বিপরীতে জলবায়ু অর্থায়নের ঘাটতি গড়ে ৭৬.৮ শতাংশ।

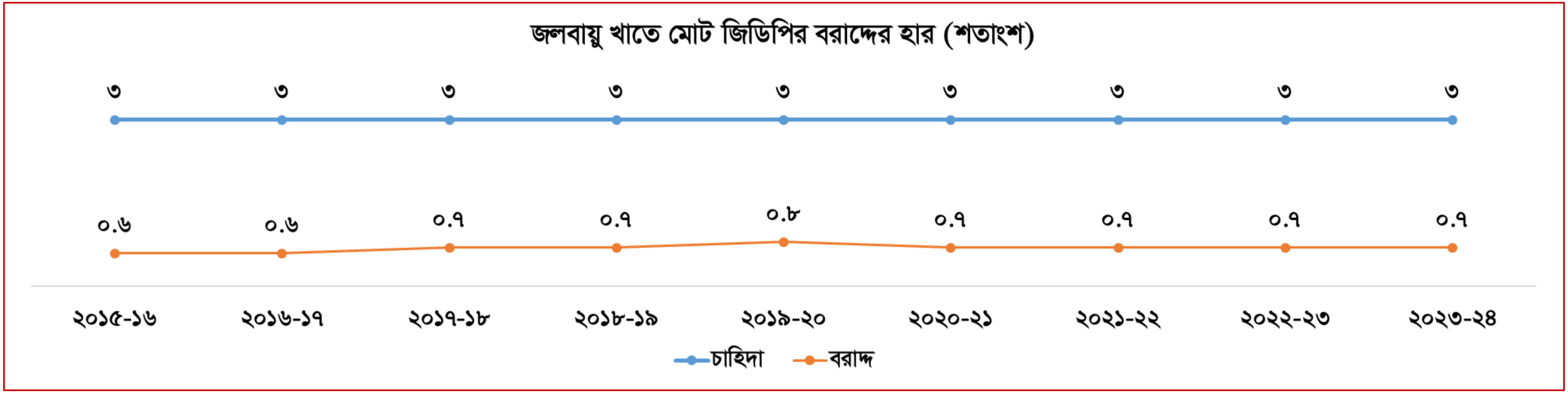

তহবিলসমূহের সংগতি

ঝুঁকির (Risk) ভৌগোলিক বিন্যাসের সাথে তহবিলসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামঞ্জস্যতা

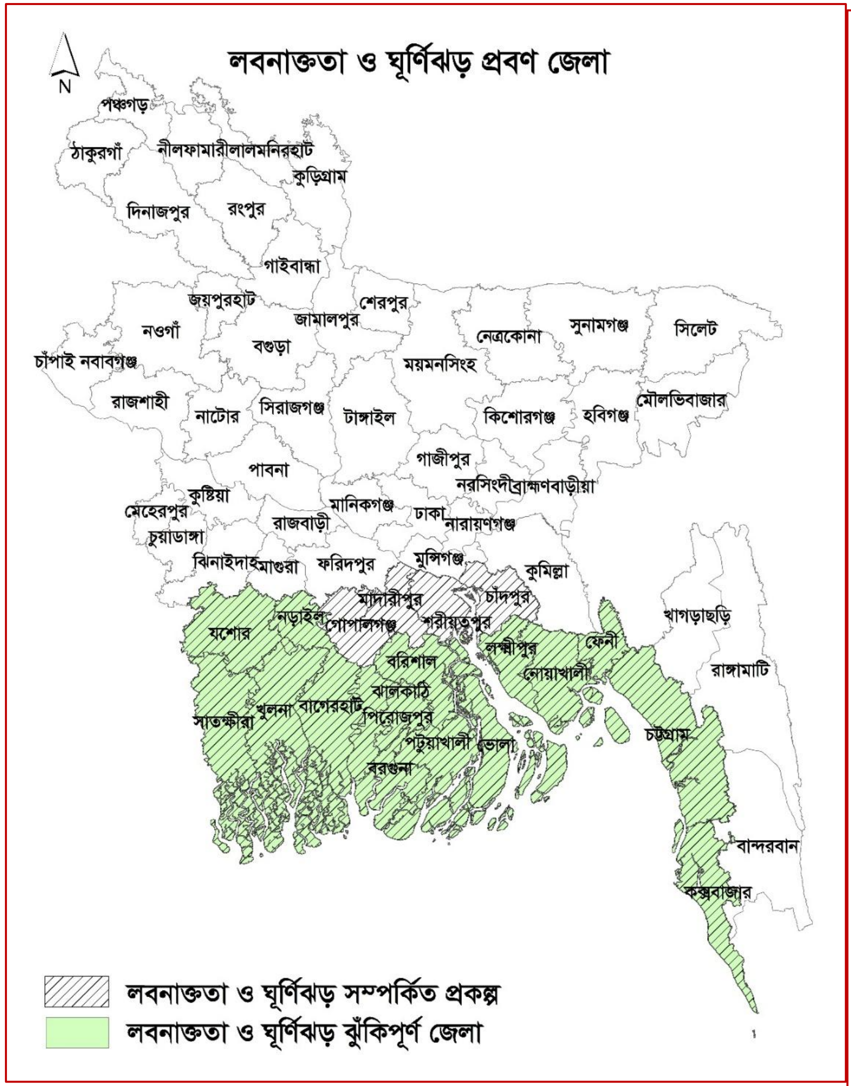

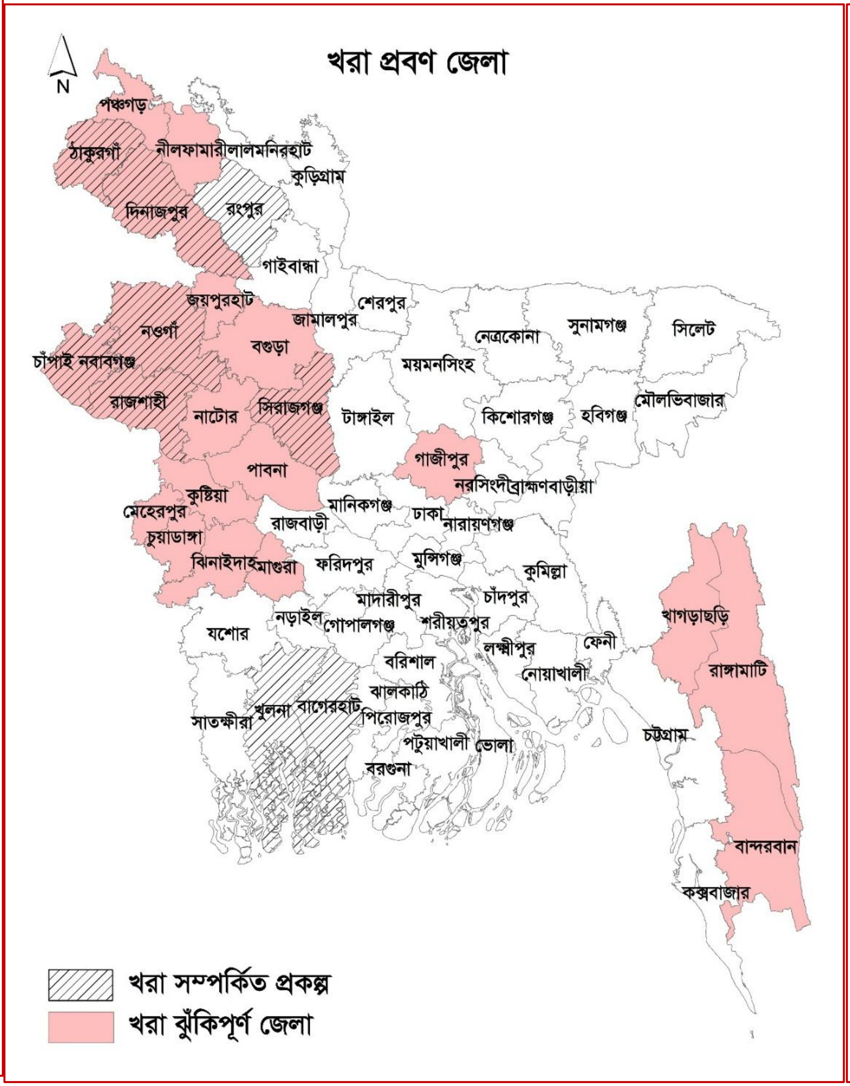

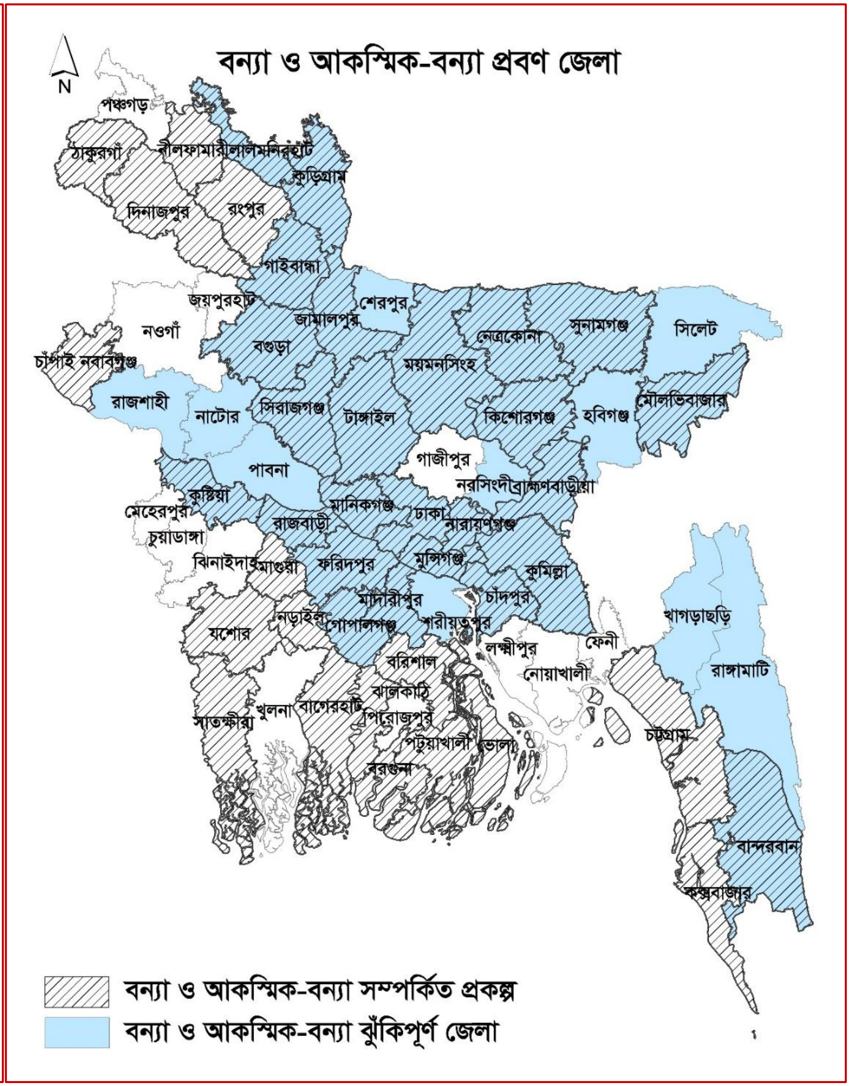

পরিকল্পনা

- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি, ২০০৯)
- বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০
- জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি, ২০২১)
- ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান ২০২১
- মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১)
- জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০)

তহবিলসমূহে অনিয়ম-দুর্নীতি

- রাজনৈতিক বিবেচনায় বিসিসিটি'র প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন
  - রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানদের যোগসাজশে বিসিসিটি বোর্ডে প্রকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়
  - তাদের চাহিদা মতো জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়
  - প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের সাথে জড়িত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ক্ষেত্রবিশেষে, সাইনবোর্ড সর্বস্ব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন না করে বোর্ড চেয়ারম্যান, স্থানীয় নেতাকর্মী এবং ঠিকাদারের যোগসাজশে তহবিল আত্মসাৎ করা হয়েছে দাবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের
- ব্যবসায়িক স্বার্থে বিসিসিটি প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন
  - ২০১৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত বিসিসিটি বোর্ড মোট ৩৭৩টি প্রকল্প অনুমোদন করে। এর মধ্যে ২১৬টি প্রকল্প পৌরসভাসহ বিভিন্ন স্থানে সৌর সড়কবাতি নির্মাণ সংশ্লিষ্ট যা এই সময়ের গৃহীত মোট প্রকল্পের ৫৭.৯ শতাংশ
  - একজন বোর্ড চেয়ারম্যানের ব্যবসায়িক স্বার্থে সৌর সড়ক বাতি নির্মাণের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকল্প অনুমোদন করা হয়
  - এক্ষেত্রে, বোর্ড চেয়ারম্যানের ছেলের ঠিকাদারসহ তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের যোগসাজশে প্রকল্পগুলো বোর্ডে উত্থাপন করা হয় এবং প্রকল্পগুলো অনুমোদন করা হয়।

তহবিলসমূহের কার্যকরতা

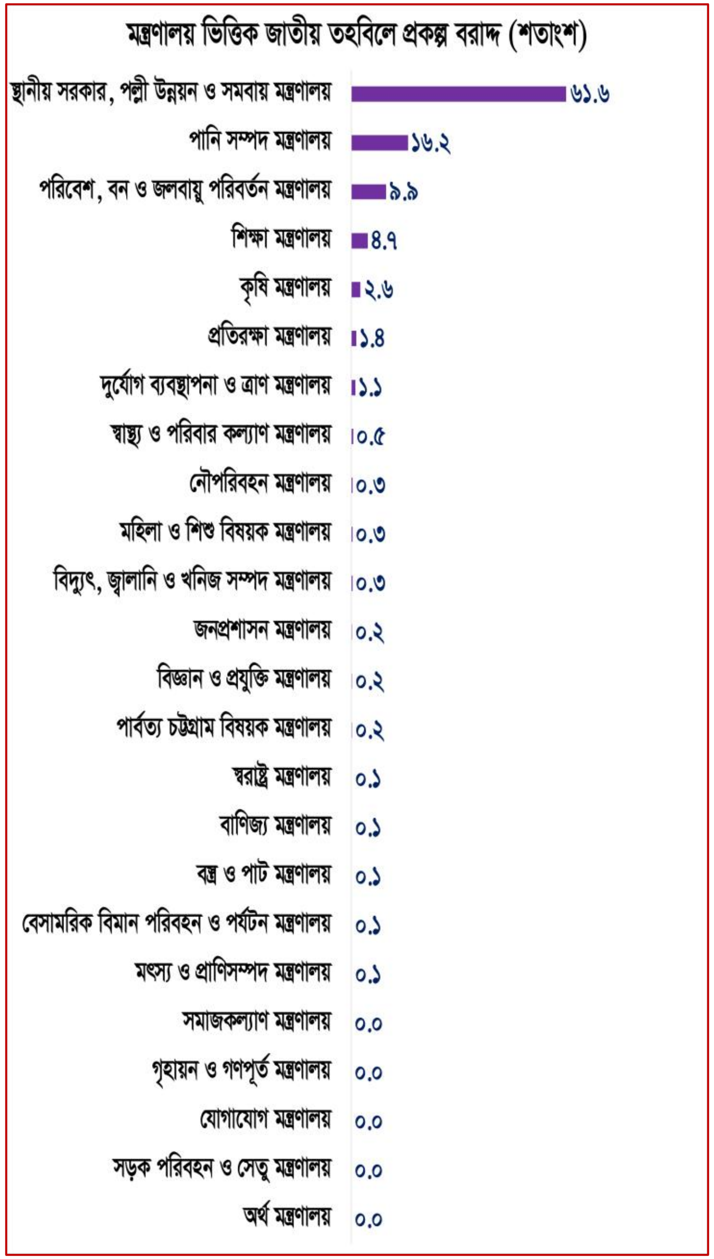

তহবিল

তহবিলের ধরণ	তহবিলের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদন (মিলিয়ন ডলার)
জাতীয় তহবিল	১ .বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটি)	৮৯১	৪৫৮.৫
	মোট (জাতীয় তহবিল)	৮৯১	৪৫৮.৫
আন্তর্জাতিক তহবিল	১. অ্যাডাপটেশন ফর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার প্রোগ্রাম (এএসএপি)	১	১৫.৫
	২. অ্যাডাপটেশন ফান্ড (এএফ)	১	১০.০
	৩. বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)	৫	৮২.০
	৪. ক্লিন টেকনোলজি ফান্ড (সিটিএফ)	২	১৫.৮
	৫. গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ এলাইয়েন্স (জিসিসিএ)	২	২৫.৭
	৬. গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফেসিলিটি (জিইএফ)	৭	১৮.১
	৭. গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)	১৪	৪২৩.৫
	৮. লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিস ফান্ড (এলডিসিএফ)	৭	৩৪.৪
	৯. পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর)	৭	১০৬.৯
	১০. স্কেলিং আপ রিনিউয়েবল এনার্জি প্রোগ্রাম (এসআরইপি)	৪	৬৭.৫
	১১. ইউনাইটেড ন্যাশনস প্রোগ্রাম অন রিডিউসিং ইমিশনস ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (ইউএন-রেড)	১	২.৩
	মোট (আন্তর্জাতিক তহবিল)	৫১	৮০১.৭
	মোট (জাতীয় তহবিল ও আন্তর্জাতিক তহবিল)	৯৪২	১,২৬০.২

তহবিলসমূহের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

তহবিলসমূহ ব্যবস্থাপনায় ফোকাল প্রতিষ্ঠানসমূহ	
তহবিল	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
ইউএন-রেড প্রোগ্রাম	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এসআরইপি	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জিইএফ	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বিসিসিআরএফ	অর্থ মন্ত্রণালয়
জিসিএফ	অর্থ মন্ত্রণালয়
সিটিএফ	অর্থ মন্ত্রণালয়
এলডিসিএফ	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পিপিসিআর	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
এএফ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বিসিসিটি	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু তহবিলসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড	শ্রীলঙ্কা ক্লাইমেট ফান্ড	ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (ভারত)
প্রতিষ্ঠার বছর, ধরণ, পরিমাণ	২০১০, ট্রাস্ট ফান্ড; ৪৭৬.৮ মিলিয়ন ডলার	২০০৮, রাষ্ট্রায়ত্ত লিমিটেড কোম্পানি; ১১৫ মিলিয়ন ডলার	২০১৫, জাতীয় অভিযোজন তহবিল, ১১৮.৯ মিলিয়ন ডলার
আইনি এবং তত্ত্বাবধান	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট আইন, ২০১০ (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)	কোম্পানি আইন নং ৭, ২০০৭ (পরিবেশ মন্ত্রণালয়)	আলাদা আইন নেই (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)
তহবিলের উৎস	জাতীয় বাজেট	জাতীয় বাজেট, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন (কার্বন ট্রেডিং, দেশি এবং বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ)	কেন্দ্রীয় বাজেট, রাজ্য সরকারের সহায়তা, আন্তর্জাতিক অর্থায়ন
গভার্ন্যান্স কাঠামো	ট্রাস্টি বোর্ড, টেকনিক্যাল কমিটি, প্রকল্প স্ক্রিনিং কমিটি	বোর্ড অব ডিরেক্টরস, টেকনিক্যাল ও ফাইন্যান্স ইউনিট	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, টেকনিক্যাল স্ক্রিনিং কমিটি, রাজ্য বাস্তবায়ন সংস্থা
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া	বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ	বোর্ড অব ডিরেক্টরস এবং তৃতীয় পক্ষ যাচায়ের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ	কেন্দীয় ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত
প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়া	প্রস্তাব গ্রহণ → টেকনিক্যাল মূল্যায়ন → বোর্ড অনুমোদন → বাস্তবায়ন সংস্থা	প্রকল্প জমা → কার্বন ম্যানেজম্যান্ট→ প্রকলপ যাচাই → প্রকল্প নিবন্ধন (সমস্যা থাকলে পরিমার্জন করা) → তৃতীয় পক্ষ যাচাই → ক্রেডিট ইস্যু → চূড়ান্ত অনুমোদন	রাজ্য স্তরে প্রস্তাব প্রস্তুত → পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তে জমা → বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন → অনুমোদন ও বাস্তবায়ন
পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন	সীমিত প্রকল্প পরিবীক্ষণ, অনিয়মিত নিরীক্ষা ও মূল্যয়ন	• নিয়মিত বার্ষিক নিরীক্ষা, আর্থিক রিপোর্ট ও কার্বন ট্রেডিং হিসাব • প্রযুক্তিনির্ভর ও ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন • তহবিলের কার্যকর ট্র্যাকিং ব্যবস্থা	• নিয়মিত নিরীক্ষা, প্রকল্পভিত্তিক রিপোর্টিং • তহবিলের কার্যকর ট্র্যাকিং ব্যবস্থা (অনলাইন) • কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা
স্বচ্ছতা	তহবিল ও প্রকল্প সংক্রান্ত নথি উন্মুক্ত নয়; প্রকল্পভিত্তিক ব্যয় প্রকাশ করা হয় না	• তহবিল, প্রকল্প প্রস্তাব ও ব্যয়ের নথি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশ • যাচাই-বাছাইকৃত মাঠ পর্যায়ের তথ্য প্রকাশ	• তহবিল, প্রকল্প প্রস্তাব ও ব্যয়ের নথি অনলাইন পোর্টালে প্রকাশ